১৪৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 APR 199[illegible]

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সরকারের চরম ব্যর্থতারই পরিচয়

—খালেদা জিয়া

বিজ্ঞপ্তি : বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্রিকা প্রকাশক ও সাংবাদিক গ্রেফতার, প্রকাশক ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করায় গোটা জাতির সাথে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের ৭ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশ পরিচালনায় সরকারের চরম ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার পরিচয়ই বহন করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন,

দেশবাসীর নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যরা এসএসসি পরীক্ষার অজুহাত তুলে বিএনপিসহ ৭ দলের ১৫ এপ্রিলের অর্ধদিবস হরতালের বিরোধীতা করে পরীক্ষার্থীদের জন্য মায়াকান্না করেছিলেন, যদিও ১৬ এপ্রিল পরীক্ষা শুরুর আগের দিনের ৬ ঘন্টার হরতাল পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সেই এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর বাকমুখর মন্ত্রীরা মুখে কুলুপ এঁটে নির্বিকার থেকেছে। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী গত বুধবার জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সারার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ক্ষতি ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বিগ্নই করেনি, পরীক্ষা পদ্ধতিকেও চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে গণটোকাটুকির খবর জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

বেগম জিয়া বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার মোড়কে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করা কোন পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। কেননা, বর্তমান শাসক দলের আমলে ১৯৭২ সালের পরীক্ষায় গণটোকাটুকি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো আত্মঘাতী কাজ শুরু হয় এবং তাদের পুরো শাসনকাল জুড়েই তা অব্যাহত থাকে। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা আরো জরুরী এ কারণে যে, সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ত্বরিৎ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংবাদ পরিবেশনের জন্য দৈনিক কর্ণফুলি পত্রিকার প্রকাশক ও বার্তা সম্পাদক এবং দৈনিক কুমিল্লা বার্তা-এর বার্তা সম্পাদককে গ্রেফতার করে মামলা দায়ের করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুক্তকন্ঠের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। দৈনিক কর্ণফুলি-এর সম্পাদক কবি আল মাহমুদ ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বেগম জিয়া এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টির যথাযথ তদন্ত অনুষ্ঠান, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান এবং ভবিষ্যতে সকল পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কঠোর নিরাপত্তা বিধান ও নকল বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। একই সাথে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রকাশকদের বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।